গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
প্রশাসন-৩ অধিশাখা
www.emrd.gov.bd

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনার অংশ হিসেবে শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ বাস্তবায়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে চলতি অর্থবছরে অনুষ্ঠিত
১ম সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	জনাব মোঃ মাহবুব হোসেন সিনিয়র সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
তারিখ	:	২৬/১২/২০২২, সোমবার
সময়	:	বেলা ১২:৩০ মিনিট
স্থান/মাধ্যম	:	ভার্চুয়াল (জুম) প্লাটফর্ম।

সভার আলোচনা:

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভার প্রারম্ভে তিনি বলেন শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে স্টেকহোল্ডারগণ গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে থাকেন। বিশেষ করে মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং আওতাধীন প্রতিষ্ঠানগুলো সুন্দরভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে স্টেকহোল্ডারগণ তাদের মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে ভূমিকা রাখতে পারেন। তিনি সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী কার্যপত্র উপস্থাপনের জন্য যুগ্মসচিব (প্রশাসন)-কে আহবান করেন।

০২। যুগ্মসচিব (প্রশাসন) সভাকে অবহিত করেন জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন ৮টি সংস্থা এবং ২০টি কোম্পানি রয়েছে। এ বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিসমূহের দুর্নীতি, অনিয়ম প্রতিরোধের জন্য এ সভার আয়োজন করা হয়েছে। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ সরাসরি গ্রাহকদের কোন সেবা প্রদান করে না। এ বিভাগের অংশীজন মূলত আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিসমূহ। এ বিভাগ সংশ্লিষ্ট সেবাসমূহ মূলত এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির মাধ্যমে দেয়া হয় বিধায় সংশ্লিষ্ট ৮টি সংস্থা ও আওতাধীন কোম্পানিসমূহের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, সাংবাদিকবৃন্দ, পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক ও সুধীজনকে আজকের এ সভায় আমন্ত্রন জানানো হয়েছে।

০৩। আজকের অনুষ্ঠিত সভায় সংশ্লিষ্ট ৮টি সংস্থা ও আওতাধীন কোম্পানিসমূহের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, সাংবাদিকবৃন্দ, পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক এবং সুশীল সমাজের দুইজন নাগরিক সংযুক্ত রয়েছেন। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে সরকারী কর্মকর্তাদের ব্যবহার ও কাজে গুনগত পরিবর্তন আনয়নই NIS এর মূল উদ্দেশ্য। সেক্ষেত্রে শুদ্ধাচার কৌশল এর প্রতিটি কার্যক্রম আন্তরিকতার সাথে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA), জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS), অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS), সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (CC), তথ্য অধিকার (RTI) কে সেবা গ্রহীতাদের সাথে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে সেবার মান উন্নয়ন এবং গ্যাস ও তেল সেক্টর সংশ্লিষ্ট দুর্নীতি, অনিয়ম, সমস্যা সরাসরি ব্যক্ত করার জন্য এ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানীসমূহের সেবাসমূহ জনগণের কাছে সহজভাবে পৌছানো বা প্রদানের লক্ষ্যে আজকের এ সভা আয়োজন করা হয়েছে।

০৪। এ বিভাগের শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট এবং যুগ্মসচিব (প্রশাসন) উপস্থিত সকলকে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাদের অভিযোগ-প্রতিকার এবং সুপারিশসমূহ উপস্থাপনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। সে অনুসারে উপস্থিত অংশীজন তাদের বিভিন্ন অভিমত প্রকাশ করেন।

০৫। সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড (এসজিসিএল) এর পরিচালক জনাব উইলিয়াম প্রলয় সমদ্দার বলেন, তৃনমুল পর্যায়ের সাধারণ মানুষের perception হলো রান্নার জন্য কেন গৃহস্থালী পর্যায়ে গ্যাস দেওয়া হবে না। গৃহস্থলী কাজের জন্য কেন গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হবে না এর সঠিক বার্তা জনগণের নিকট পৌছে দিতে হবে। গ্যাস কোন সহজ দ্রব্য না।

তাছাড়া, LPG ব্যবহারকে জনপ্রিয় করতে হবে। শিল্প, বিদ্যুৎ, সার ও বাণিজ্যিক খাতসমূহে গ্যাস সরবরাহ করা প্রয়োজন। প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রয়োজনীয় দিকসমূহ জনগনকে বুঝানোর প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। তাছাড়া, গ্যাসের অপব্যবহার, অবৈধ সংযোগ বন্ধের পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। এজন্য সাংবাদিকবৃন্দকে Brief করতে পদক্ষেপ নিতে হবে। Preepaid metering স্থাপন কার্যক্রমকে তরান্বিত করতে হবে। Captive বিদ্যুৎ কেন্দ্রে অবৈধ সংযোগ বন্ধের জন্য টাস্কফোর্স করা যেতে পারে।

০৬। তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (টিজিটিডিসিএল) এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মো: হারুনুর রশীদ বলেন তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডে কোম্পানির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী, সাংবাদিক ও সুধীজনদের নিয়ে নিয়মিত গনশুনানী করা হয়। অবৈধ গ্যাস সংযোগ বন্ধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। এজন্য স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদেরকে সম্পৃক্ত করে ব্যবস্থা নেয়া হয়। তাছাড়া, গত ২০২১-২২ অর্থবছরে ৪,২১,৪৯৩টি বার্নারকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে এবং ৪৩৫ কি:মি: পাইপলাইন অপসারণ করা হয়েছে।

০৭। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) বলেন এলাকাভিত্তিক অফিসগুলিতে গণশুনানী অব্যাহত রাখতে হবে। বকেয়া বিল আদয় জোরদার করতে হবে। অবৈধ গ্যাস সংযোগ বন্ধ করতে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। কোথাও অবৈধ সংযোগের খবর পাওয়া গেলে এ বিভাগের যে কোন কর্মকর্তাদের অবহিত করার জন্য তিনি অনুরোধ জানান। সে অনুযায়ী আইনী পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানিগুলো প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

০৮। বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (বিজিডিসিএল) এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব শংকর মজুমদার বলেন বিজিডিসিএল-এ নিয়মিত অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা করা হচ্ছে। গণশুনানীতে প্রাপ্ত অভিযোগ লিপিবদ্ধ করে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। গত ১ বছরে অবৈধ গ্রাহকের বিরুদ্ধে প্রায় ২৩৯টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। তাছাড়া, বকেয়া আদায়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

০৯। যুগ্মসচিব (প্রশাসন) গ্যাস কোম্পানির সাথে সাথে তেল কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালকদের নিকট থেকে সমস্যা/প্রতিবন্ধকতা শুনতে চান। যুগ্মসচিব (প্রশাসন) বলেন তেল পরিবহন নিয়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অভিযোগ শোনা যায়। সম্পতি আমরা রংপুর ডিপো পরিদর্শন করেছি। সেখানে তেলের ডিপোতে তেলের সংকট মনে হয়েছে। সে ক্ষেত্রে গ্রাহদেরকে পার্বতীপুর ডিপো বা বাগাবাড়ি ডিপো থেকে তেল সংগ্রহ করতে হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে পদ্মা অয়েল কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান তেল পরিবহনে আমরা বাংলাদেশ রেলওয়ের ওয়াগন ব্যবহার করে থাকি। ওয়াগনসমূহ যথাসময়ে তেল পরিবহন করতে না পারায় তেল সরবরাহ সমস্যা হয়। সে ক্ষেত্রে আমরা পার্শ্ববর্তী ডিপো পার্বতীপুর ডিপো বা বাগাবাড়ি ডিপো থেকে তেল সরবরাহ করে থাকি। যুগ্মসচিব (প্রশাসন) বলেন বর্ণিত সমস্যা সমাধানে তেল পরিবহন নিয়ে বাংলাদেশ রেলওয়ের সাথে দাপ্তরিক যোগাযোগ করতে হবে। ওয়াগনের সংখ্যা কিভাবে বাড়ানো যায় সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক আরও বলেন ভারতের নুমালীগড় হতে পার্বতীপুর পর্যন্ত বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফেন্ডশীপ পাইপলাইন নির্মাণ সম্পন্ন হলে ডিপোতে তেল সরবরাহের সমস্যা দূর করা সম্ভব হবে। তাছাড়া, BSTI এর সাথে যৌথ কমিটি গঠন করে মান নিশ্চিতের বিষয়টি বজায় রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেন রশিদপুর Fracanation প্ল্যান্টে প্রতিদিন ৪,০০০ ব্যারেল তেল উৎপদিত হয়। কোয়ালিটি নিয়ে এ পর্যন্ত ৩টি বিপনন তেল কোম্পানির কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি।

১০। বিপিসি'র সচিব জনাব মো: আশরাফ হোসেন বলেন গত ২৩/১০/২০২২ তারিখে স্টেক হোল্ডারদের সাথে চেয়ারম্যান মহোদয়ের সভাপতিত্বে অংশীজনের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাছাড়া, অনলাইন ও অফলাইনে প্রাপ্ত যে কোন অভিযোগ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই সমাধান করা হয়।

১১। পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত) বলেন অংশীজনের অংশগ্রহণে নিয়মিত সভা হচ্ছে। আমাদের সংস্থা/কোম্পানিসমূহ নিয়মিত যথাযথভাবে শুদ্ধাচার চর্চা করা হচ্ছে। শুদ্ধাচারের অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে। তাছাড়া, শুদ্ধাচার একটি দৈনন্দিন কার্যক্রম। প্রতিনিয়ত আমাদের শুদ্ধাচার চর্চা করতে হবে। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগকে স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে অংশীজনের সভা আয়োজনের জন্য তিনি আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

১২। যুগ্মসচিব (প্রশাসন) সভায় সংযুক্ত স্টেকহোল্ডারদের মধ্য থেকে কেউ কোন বিষয়ে বলতে চাইলে বলার অনুরোধ জানান। সভায় সংযুক্ত কেউ কোন বিষয় উত্থাপন না করায় সিনিয়র সচিব মহোদয়কে অভিমত ব্যক্ত করে সভা সমাপ্তির অনুরোধ জানানো হয়।

১৩। সিনিয়র সচিব সভায় সংযুক্ত সবার উদ্দেশ্যে বলেন এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পনিকে নিয়মিতভাবে অংশীজনের সভা অনুষ্ঠান করতে হবে এবং অংশীজনের বক্তব্য/সাজেশন শুনে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অবৈধ সংযোগ বিষয়ে কোন তথ্য থাকলে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের কর্মকর্তাদের জানানোর জন্য অংশীজনদের অনুরোধ করেন। তাছাড়া, সভায় গৃহীত সাজেশন, সুপারিশ, সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে বাস্তবায়নের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন।

১৪। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্র: নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১।	এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিসমূহে গণশুনানী কার্যক্রম চলমান রাখতে হবে। গণশুনানীর নোটিশ সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।	এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানি।
২।	প্রতিটি দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিসমূহকে নিয়মিতভাবে অংশীজনের সভা অনুষ্ঠান করতে হবে এবং অংশীজনের বক্তব্য/সাজেশন শুনে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানি।
৩।	উত্তরবঙ্গ ও সিলেট অঞ্চলে তেলের সরবরাহ চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রাখার স্বার্থে বাংলাদেশ রেলওয়ের সাথে যোগাযোগ করে ওয়াগনের পরিমাণ বাড়ানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	বিপিসি/পদ্মা/মেঘনা/যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড।
৪।	অবৈধ গ্যাস সংযোগ বন্ধ করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	পেট্রোবাংলা/আওতাধীন গ্যাস বিতরণ কোম্পানি।
৫।	বকেয়া গ্যাস বিল আদায়ে গৃহীত কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।	পেট্রোবাংলা/আওতাধীন গ্যাস বিতরণ কোম্পানি।
৬।	অংশীজনের নিকট থেকে প্রাপ্ত তেল/গ্যাস সংক্রান্ত যে কোন অভিযোগ দ্রুততার সাথে সমাধান করতে হবে।	এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানি।

১৫। পরিশেষে, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালনের আহবান জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

১/১/১৬

(মোঃ মাহবুব হোসেন)
সিনিয়র সচিব
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ